দৈনিক সংবাদ

38

তারিখ 11 OCT 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

সংবাদ

ঢাকা : রোববার, ২৪শে আশ্বিন, ১৩৯৪

১৬টি স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রসঙ্গ

আগের দিনে বলা হত 'হাই ইংলিশ স্কুল'। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়। সেকালে অবশ্য ইংরেজী নামের এরূপ বাংলাকরণ ঘটেনি। 'হাই' নিজেই বাংলা হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে 'হাই' উচ্চ হয়েছে। 'ইংরেজী' গিয়েছে বাদ। শিক্ষা ব্যবস্থায় তার স্থান মাধ্যমিক। মাধ্যমিকের সঙ্গে মধ্যমের একটা অনুষঙ্গ আছে। মধ্যম উচ্চ নয়। কিন্তু মধ্যম উচ্চ না হলেও সে নিম্নের চাইতে উচ্চ হবে, এমন আশাতো আমরা মধ্যম তথা মাধ্যমিকের কাছ থেকে করতে পারি। কিন্তু না, এখন মধ্যমের কাছ থেকেও নিম্ন বৈ আর কিছু যেন প্রত্যাশা করা যায় না।

ক্ষোভের কথা বটে। কথাটি উঠেছে ঢাকা বোর্ডের ১৬টি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে বোর্ড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অপসারণের 'সুপারিশ' শিরোনামের আমাদের দৈনিকের ৫ই অক্টোবর তারিখের রিপোর্টটি প্রসঙ্গে।

'হাই' থাকা কাল থেকে তো বটেই, হাই যখন 'উচ্চ' হয়েছিল তখনো একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জ্ঞানের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, বিদ্যালয়ের জন্য তাঁর স্বার্থত্যাগ এবং সাংগঠনিক উদ্যোগ, তদুপরি ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক চরিত্র গঠনে তাঁর দৃঢ়তার কারণে যথার্থই একজন মান্যবর প্রধান হিসেবে কেবল তাঁর ছাত্রদের কাছে নয়, গোটা এলাকাটিতেই গণ্য হতেন। সেদিন যে বাসি হয়ে গেছে তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে যেন উল্লিখিত প্রতিবেদনটি।

রিপোর্টটিতে প্রধান শিক্ষকদের নাম না থাকলেও ঢাকা বোর্ডের ১৬টি স্কুলের নাম আছে। ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই মাধ্যমিক স্কুলগুলো থেকে বিগত মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রায় অর্ধসহস্র পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রকাশ করা স্থগিত রেখেছেন। তাঁদের অভিযোগ এইসব পরীক্ষার্থীর অনেকেই অনিয়মিত। বোর্ডের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী এইসব পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর নেই এবং যেটা গুরুত্বপূর্ণ : এদের অধিকাংশ পরীক্ষার কিছু পূর্বে কোন রকম নির্বাচনী পরীক্ষা না দিয়ে এবং তাতে পাস না করে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য তাদের মূল স্কুল পরিত্যাগ করে অভিযুক্ত স্কুলে 'ভর্তি' হয়েছে এবং এইসব স্কুল থেকে বোর্ডের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রেরিত হয়েছে। ঘটনাটিতে আমাদের শিক্ষাজীবনের সকল উপাদানের নৈতিকতার চূড়ান্ত অধঃপতনটি উদঘাটিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে বিষয়টি না অজানিত এবং না অভিযুক্ত ১৬টি স্কুলেই মাত্র সীমাবদ্ধ।

রিপোর্টটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'প্রতি বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু পরীক্ষার্থীদের একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় পরিবর্তনের ওপর বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষের মতে, শহরাঞ্চলের স্কুলগুলো থেকে নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে একশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী মফস্বলের স্কুলগুলোতে ভিড় জমায়। মফস্বলের স্কুলসমূহের প্রধান শিক্ষকরা মোটা অংকের বিনিময়ে এদেরকে স্কুলের পুরাতন ও নিয়মিত ছাত্র দেখিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন। কোন-কোন ক্ষেত্রে মফস্বলের একটি স্কুল থেকে তিন শতাধিক পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণের নজির আছে।

বিষয় বলি আর সমস্যা বলি—এটি শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, সরকার, অভিভাবক : কারুর অজানা নয়। এটি ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষের গবেষণাকৃত কোন নতুন আবিষ্কার নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে : এর ফলে কি হচ্ছে? এই অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকদের যেমন বিপুল পরিমাণ অর্থ উল্লিখিত অনিয়মের পেছনে বিনষ্ট করতে হচ্ছে, তেমনি অন্যান্য দিকের মধ্যে 'মফস্বলের' ছাত্র-ছাত্রীদের নকল করার তুলনামূলক অধিক সুযোগের সম্ভাবনা দেখিয়ে তাদের নৈতিক চরিত্রকে দূষিত করা হচ্ছে।

কিন্তু এর মূল কারণ কি বিদ্যালয়গুলোর প্রধান শিক্ষক একা? বেআইনীভাবে পরীক্ষার পূর্বমুহূর্তে শত শত ছাত্রকে বছরের গোড়া থেকে রেজিষ্টারভুক্ত করার সিদ্ধান্ত, ক্ষমতা এবং তার বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ কি তার ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও লাভের বিষয়? যদি শুধু একটি বোর্ড কর্তৃপক্ষ নয়, সকল বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই মারাত্মক অপরাধের প্রবণতাকে রোধ করতে চান তবে বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্কিত সকল কারণ এবং মহলের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতিসাধনের চেষ্টা করতে হবে। ব্যাপারটি বিস্তারিত বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। বর্তমান স্থানে তা সম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণভাবেই বলা যায়, সমগ্র ব্যাপারটিতে জড়িত রয়েছে একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ তার পরিচালনা কমিটি। বর্তমানে যে-কোন স্কুলেরই পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারী বা ক্ষমতার কার্যকর ব্যক্তি হচ্ছেন স্কুলের হেডমাষ্টার। তিনি বাস্তব ক্ষেত্রে স্কুলের শিক্ষকদের পরিচালনা থেকে স্কুলের আর্থিক অবস্থার তদারকি এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূল দায়িত্ব বহন করেন এবং এর ফলে প্রায় ক্ষেত্রেই প্রধান শিক্ষক পরিচালনা কমিটি কিংবা কমিটির অপর কারুর নামমাত্র নিয়ন্ত্রণাধীন। স্কুলের পরিচালনা কমিটির প্রেসিডেন্ট থাকেন সাধারণতঃ স্কুল এলাকার উচ্চতর কোন প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং এমন কর্মকর্তা তাঁর এলাকার কেবল একটি স্কুলের নয়, একাধিক স্কুলেরই পরিচালনা কমিটির সভাপতি। ফলে এমন সদাব্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে কোন একটি স্কুলের দৈনন্দিন পরিচালনা এবং তার সমস্যায় ওয়াকেবহাল হওয়া ও তার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দান করা সম্ভব হয় না।

প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বকে লঘু করে না দেখেও একথা স্বীকার্য যে, আলোচিত অনিয়মের মাধ্যমে সাধারণতঃ প্রধান শিক্ষক ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি করেন না। পরিচালনা কমিটিকে তিনি একথাই বলেন যে, এর দ্বারা স্কুলের সংকটজনক আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি করা সম্ভব। তাঁর এমন যুক্তির সামনে পরিচালনা কমিটি এ ধরনের অনিয়মের প্রতি প্রায়শঃ চোখ বন্ধ করে থাকেন।

তাহলে এই দুর্নীতি এবং অনিয়মের মূলে আসে একটি স্কুলের আর্থিক সংকটের কথা। শহরের চাইতে গ্রামের স্কুলে নকল এবং অনিয়মের প্রবণতা যদি বেশী হয় তারও একটা কারণ এই যে, তুলনামূলকভাবে শহরের একটা স্কুলের, সে যদি বেসরকারীও হয়, আর্থিক অবস্থা গ্রামের একটি স্কুলের আর্থিক অবস্থার চাইতে ভাল। বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের বেতনের ৭০ শতাংশ সরকারী তহবিল থেকে বহন করা হয়। কিন্তু তাতেও বেশীর ভাগ বেসরকারী বিশেষতঃ গ্রামীণ স্কুলের আর্থিক সংকটের মোচন হয় না। তার শিক্ষকবৃন্দ হয়ত সরকারী ৭০ শতাংশ সাহায্য লাভ করেন—কিন্তু স্কুল থেকে নির্ধারিত পুরো মাহিনা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা তাঁরা কদাচিৎই লাভ করেন।

যাই হোক এসবই জ্ঞাত বিষয়। এনিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে আন্দোলনের কথাও আমরা জানি। কিন্তু যে অনিয়ম এবং দুর্নীতি নিয়ে বর্তমানের আলোচনা সেক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষের পরিদর্শকদের স্কুলসমূহে নিয়মিতভাবে গমন, তাদের শিক্ষাগত এবং পরিচালনগত সমস্যা সম্পর্কে পরিদর্শনের মাধ্যমে জ্ঞাত হওয়ার ব্যবস্থা দুর্বল হতে হতে প্রায় একেবারে তিরোহিত হতে চলেছে। যার ফলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে স্কুল পর্যন্ত কোথাও দায়-দায়িত্বের জবাবদিহির আর কোন প্রয়োজনবোধ এবং অবকাশ থাকছে না। তাই আমরা বলব, ১৬টি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে অপসারণের যে সুপারিশ ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ অনুরূপ অনিয়ম প্রসঙ্গে করেছেন তা গ্রহণের মাধ্যমে অবস্থার উন্নতি করতে চাইলে ঊর্ধতন শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে সমগ্র সমস্যাটির উপর ব্যাপকতর তদন্ত এবং বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অবিলম্বে প্রত্যেকটি স্কুলের পরিচালনা কমিটি, তার সভাপতি এবং সম্পাদকের দায়িত্ব পালন, স্কুল পরিদর্শনের নিয়মিত ব্যবস্থা, ছাত্রদের স্কুল পরিত্যাগের এবং অপর স্কুলে ভর্তি হওয়ার নিয়মসমূহ কঠিনভাবে পালন এবং স্কুলের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।